যুগান্তর

তারিখ ... 3 FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ...

...দীকে লাঠিপেটা করছে পুলিশ, হরতাল চলাকালে বগুড়ার ঝিলিমপুরে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক...

অধিদফতরের অধীনে যাচ্ছে বেসরকারি মেডিকেল

বিএম জাহাঙ্গীর

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অধীনে চলে যাচ্ছে। কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনে এমন ক্ষমতা রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে অধিদফতর থেকে আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আইনের খসড়া প্রস্তাবনার ওপর মতামত নিতে গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে এর কপি পাঠানো হয়েছে। এছাড়া জনমত নেয়ার জন্য আট পৃষ্ঠার খসড়া আইনটি বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

সূত্র জানিয়েছে, সরকারি ২২টি মেডিকেল কলেজ পরিচালনার জন্য কোন আইন নেই। ৫৫টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ একটি নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এতে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব অনুমোদন, নবায়ন, আসন সংখ্যা বরাদ্দ ও বৃদ্ধির বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে তা রাখা হয়নি। প্রস্তাবিত আইনে বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত যে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেখানে কমিটির প্রধান করা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালককে (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনসংখ্যা)। এছাড়া ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন হলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চপদস্থ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বাকি দুই জনের মধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পদমর্যাদার অপর একজন কর্মকর্তা। বিদ্যমান নীতিমালায় এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা ও শিক্ষা সংক্রান্ত সেকশনের উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা রাখা হলেও আইনে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি।

এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, এমনিতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। আবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারও যে একেবারে দুধে ধোয়া, তাও নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল— এ ধরনের একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষমতা অধিদফতরের হাতে ছেড়ে দিলে হয়রানি ও দুর্নীতি আরও বাড়বে। তারা মনে করেন, পদাধিকার বলে এ কমিটির প্রধান মন্ত্রী বা সচিব হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া

মেডিকেল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু আজ

যুগান্তর রিপোর্ট

সারাদেশে আজ এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এবারের পরীক্ষায় ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট ১৩ লাখ ৩ হাজার ২০৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৮১৭ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে দাখিল পরীক্ষায় ২ লাখ ২৫ হাজার ২৬ জন এবং কারিগরি বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৮৮ হাজার ৩৬০ জন অংশ নিচ্ছে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ লাখ ৬৮ হাজার ২৬৮ জন ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৪ হাজার ৯৩৫ জন ছাত্রী। প্রথম দিন আজ এসএসসিতে বাংলা প্রথম পত্র এবং দাখিলে বাংলা সাহিত্য পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, সুষ্ঠু, স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আজ আজিমপুরের গার্লস স্কুল ও কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

এদিকে পরীক্ষাকে সামনে রেখে এবারও দেশের বিভিন্ন স্থানে ফরম পূরণের নামে নানা কেলেংকারির খবর পাওয়া গেছে। খোদ রাজধানীর পুরান ঢাকার ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউট, গুলশানের কালাচাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র পায়নি। এগুলোর মধ্যে ইস্ট বেঙ্গলে ১৩ শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন এবং ফরম পূরণ